চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ সুপারের কার্যালয় চত্বরে ফলজ বৃক্ষরোপণের উদ্বোধন

বৃক্ষপ্রাণে প্রকৃতি-প্রতিবেশ, আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ এই শ্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা’র পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, বিপিএম-সেবা এঁর উদ্যোগে শনিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের কার্যালয় চত্বরে পতিত জমিতে বিভিন্ন ধরণের ফলজ বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

এসময় চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ আবু তারেক বলেন, গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়। আমাদের বেঁচে থাকার সবচাইতে বড় উৎস। কারণ অক্সিজেন ছাড়া আমরা বাঁচতে পারিনা। গাছ লাগানের মাধ্যমে আমাদের চারদিক সবুজ হবে। তখন গাছগুলো শুধুমাত্র অক্সিজেনই দিবে না, আমাদেরকে ফুল, ফল এবং কাঠ দেয়।

আমাদের সব দিক দিয়েই গাছ উপকারে আসে। একটি গাছ কাটলে কমপক্ষে তিনটি গাছ লাগানোর আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। তৃনমুল জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে আরো বেগবান করতে হবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচনে বৃক্ষরোপণ জরুরী বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ডিআইও-১ মারুফ হোসেন সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা বিশেষ শাখা ও জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসারগন।

চুয়াডাঙ্গায় দুই মোটরসাইকেলর

মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত-৩ আহত ১

চুয়াডাঙ্গার জাফরপুরে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন ৩জন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও ১ জন।

৩০ জুলাই শনিবার দুপুর ১টার দিকে এ মর্মান্তিক দূর্ঘটনাটি ঘটে চুয়াডাঙ্গা জাফরপুর জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সামনে।

নিহতরা হলেন-চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার সিরাজুল ইসলামের ছেলে টুনু হোসেন আনন্দ (২৩), নুরনগর কলোনিপাড়ার কিতাব আলীর ছেলে মিঠু
(২৩) ও এভারেস্ট ফার্মাসিউটিক্যালসের রিপ্রেজেনটেটিভ সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার মুক্তা হালদার (২৮)।

এ সময় দুটি মটরসাইকেল সংঘর্ষের ঘটনায় মটরসাইকেলের এক আরহী চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার রনি মিয়া (৩৫) আহত হয়। তাকে উদ্ধার করে নেওয়া হয় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের। সেখানে নেওয়া হলে তার অবস্থা আশঙ্খাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য কর্তব্যরত চিকিৎসক ঢাকায় রেফার্ড করেছে। আহত রনি মিয়াও এভারেস্ট ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিতে কর্মরত রয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. শাপলা খাতুন বলেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দু’জনকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত রনিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় রেফার্ড করা হয়েছে। তার অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুব্বর রহমান। তিনি বলেন, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সামনে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন নিহতের খবর শুনেছি। আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। পরিচয় শনাক্তে কাজ করছি।

ট্রেনে মিললেও মিলছেনা সড়ক পথে, ভোগান্তির শিকার ১০ জেলার মানুষ

দর্শনা সীমান্ত চেকপোষ্ট সড়ক পথে টুরিষ্ট ভিসাসহ বন্ধের আড়াই বছর পার হলেও খুলছে না দর্শনা আন্তজার্তিক চেকপোস্ট।
একই রুটে ট্রেনে মিললেও মিলছেনা সড়ক পথে। এতে করে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে ১০ জেলার মানুষ।

অভিযোগ সুত্রে জানা যায়, বিশ্বে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারী করানো রুপ ধারন করলেও বাংলাদেশে ২০২০ সালের ২০ মার্চ দেখা দেয় করোনা। এরপর সরকারী নির্দেশনায় বন্ধ হয়ে যায় আন্তজার্তিক চেকপোষ্ট পথে রেল ও সড়ক পথ দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাতায়াত। কিন্তু সরকারী নির্দেশনার কারণে করোনা কালীন সময়ে ভারতে বাংলাদেশী নাগরিক আটকে পড়ে। পরবর্তীতে দু’দেশের সরকারী সিদ্ধান্তে ভারত-বাংলাদেশে আটকে পড়া যাত্রীদের ফেরত নেওয়া হয়। এরমধ্যে ভারতে আটকে পড়া বাংলাদেশী নাগরিকদের দর্শনা আন্তর্জাতিক সীমান্তে সড়ক পথে কয়েক দফায় নিজ দেশে ফেরার সুযোগ পান।

এদের সকলকে দর্শনা জয়নগর সীমান্তের চেকপোষ্টে স্বাস্থ্য বিভাগের স্থাপতি কোভিড পরিক্ষার ব্যাবস্থা করা হয়। এদের মধ্যে যিনারা কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদেরকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল সহ বিভিন্ন হোটেল ও আবাসিকে কোয়ারিন্টাইনে রাখা হয়। সে সমস্ত স্থানে থাকার পর সুস্থ করে বাড়ি ফেরেন।

পরবর্তীতে করোনা কিছুটা কম হলেও ভারতীয় হাই কমিশনের গাফলতির কারনে বন্ধ থাকে দর্শনা আন্তজার্তিক চেকপোষ্ট সড়ক পথে যাত্রী যাতায়াত।

কিন্তু একই সীমান্ত দিয়ে রেল পথে মৈত্রী ট্রেনে টুরিষ্ট ভিসার যাত্রীরা ভারত-বাংলাদেশ যাতায়াতের সুযোগ পেলেও দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে বন্ধ রয়েছেদর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোষ্টের সড়ক পথ।

ফলে চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, পাবনা, রাজবাড়ী, মাগুরা ফরিদপুর, রাজশাহী সহ উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েটি জেলার মানুষ

সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

যে কারণে ক্যান্সারসহ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ চিকিৎসার প্রয়োজনে দর্শনা জয়নগর আন্তর্জাতিক চেকপোষ্ট হয়ে সীমান্ত পথে ভারত যেতে পারছে না।

দেশের সকল সীমান্ত পথে নতুন করে ভিসা চালু থাকলেও দর্শনা জয়নগর চেকপোষ্ট হয়ে ভারত ভ্রমণ ও চিকিৎসা সেবা সহ অন্যান্য প্রয়োজনে যাতায়াতে বাঁধা থাকায় অনেক পথ পাড়ি দিয়ে গন্তব্যে পৌছাতে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে যাত্রী-সাধারনকে।

এতে করে একদিকে সময়ের অপচয় ও অপরদিকে অর্থের তছরুপ।

দর্শনা ইমিগ্রেশন সূত্রে জানাযায়, বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারণে ২০২০ সালের ২০ মার্চ দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল বন্দরের মাধ্যমে ভারতীয় মালামাল আমদানি ও স্থলপথে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সব ধরনের ভিসার পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাতায়াত স্থগিত করে ভারতীয় হাইকমিশন। কিছুদিন পর বাধ্যতামূলক ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলপথে মুখে মাস্ক পড়ে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মালামাল আমদানি শুরু হয়। ২০২১ সালের ১৭ মে থেকে ভারতে আটকা পড়া বাংলাদেশিদের দর্শনা আন্তর্জাতিক স্থলপথের মাধ্যমে দেশে ফেরত আনার একটি নির্দেশনা জারি করা হয়। একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে শুধু মেডিকেল ও বিজনেস ভিসায় দর্শনার জয়নগর থেকে ভারতের গেদে হয়ে পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাতায়াত করার অনুমতি দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০২১ সালে ৫ ডিসেম্বর তাও বন্ধ করে দেয়া হয়।

সর্বশেষ গত ২৯ মে ঢাকা- কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল স্টেশন দিয়ে চলাচল শুরু হলেও অদ্যাবধি দর্শনা- গেদে স্থলপথে কোনো ভিসা চালু করা হয়নি। কুষ্টিয়া আড়ুয়া পাড়ার এক বয়স্ক মহিলা পাসপোর্টধারী যাত্রী দর্শনা চেকপোষ্টে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের জানান, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, মেহেরপুর, রাজবাড়ী, চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহী সহ এ অঞ্চলের ৮/১০টি জেলার মানুষ বিভিন্ন ভিসায় দর্শনা-গেদে স্থলপথে যাতায়াত করতে না পেরে বাধ্য হয়ে যশোরের বেনাপোল ও হরিদাসপুর দিয়ে ভারত যেতে হচ্ছে। এতে তীব্র তাবদহের মধ্যে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে।

এসময় অনেক যাত্রী তীব্র তাবদহের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এছাড়াও

যাতায়াত খরচ গুণতে হচ্ছে দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ। তিনি জানান, কুষ্টিয়া, মাগুরা, মেহেরপুর সহ আশপাশের জেলা থেকে দর্শনা চেকপোস্টে আসতে খরচ হয় মাত্র ৫০ থেকে ৮০ টাকা। আর দর্শনা থেকে ভারতের গেদে রেল স্টেশনে পায়ে হেটেই যাওয়া যায়। সে হিসেবে কুষ্টিয়া থেকে যশোরের ভাড়া একশ টাকা, যশোর থেকে বেনাপোলের ভাড়া ৫০ টাকা, বেনাপোল থেকে ভারতের বনগাঁও রেলস্টেশনে পৌঁছাতে জন প্রতি খরচ দেড়শ’ টাকা । দর্শনা ইমিগ্রেশন ইনচার্জ এস,আই আবু নাঈম জানান, ভারতীয় নাগরিকরা যে কোনো ভিসায় গেদে হয়ে দর্শনা জয়নগর চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারছে। তবে বাংলাদেশীদের এ পথে নতুন করে কোনো ভিসা দেয়া হচ্ছে না।

দর্শনা সি,অ্যান্ড,এফ এসোসিয়েসনের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান হাবু বলেন, দর্শনা-গেদে স্থলপথ দিয়ে ভিসা চালু করা হলে সরকার যেমন হাজার হাজার টাকা রাজস্ব পাবে। সেই সঙ্গে বেনাপোল স্থলবন্দরের ওপর যাত্রীর চাপ কমার পাশাপাশি ভোগান্তির হতে রেহায় পাবে। তাছাড়া দর্শনা থেকে কলকাতার দূরত্ব মাত্র ১১৮ কিলোমিটার।

দর্শনা কাস্টমসের এক কর্মকর্তা জানান, কোভিডের আগে এ পথে প্রতিদিন প্রায় দেড়-দুই হাজারের ওপরে পাসপোর্টধারী যাত্রী যাতায়াত করতো। কিন্তু ভিসা চালু হলে আগের মতো পাসপোর্ট যাত্রী যাতায়াত করবে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ চেকপোস্টে একজন যাত্রীর জন্যও কাস্টমস, ইমিগ্রেশন ও বিজিবি ফুলটাইম কাজ করে। ভালো সেবার কারণে সড়ক পথে দর্শনা আন্তজার্তিক চেকপোস্টের দিকে তাকিয়ে আছে চুয়াডাঙ্গা জেলা সহ ১০ জেলার মানুষ।

চুয়াডাঙ্গায় বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

ভবিষ্যতের জন্য দক্ষতার রূপান্তর এই শ্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গায় যুব দক্ষতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা সাড়ে এগারোটা সময় চুয়াডাঙ্গা শহরতলীর ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ট্রেনিং সেন্টারে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের লিড বাংলাদেশ প্রকল্পের সহযোগিতায় এবং ওয়েব ফাউন্ডেশনের সার্বিক বাস্তবায়নে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। লিড বাংলাদেশ প্রকল্পের সমন্বয়কারী শরিফুল আলম লিটন এর স্বাগত বক্তব্য আলোচনা সভা শুরু হয়।

সভায় চুয়াডাঙ্গা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-সমন্বয়কারী শাহেদ জামাল এর সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মাসুম আহামেদ। এ সময় তিনি বলেন, দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে যুবকদের দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই। নিজের জীবনকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যেতেও প্রতিটি যুবককে দক্ষ হতে হবে।দক্ষতা ছাড়া কেউ কখনো সফলতার মুখ দেখতে পারে নাই। তাই প্রত্যেক যুবকে একজন দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে।

উক্ত আলোচনা সভায় বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ৩৫জন যুব উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান- জরিমানা আদায়

চুয়াডাঙ্গায় সারের দোকানে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুর দেড়টার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর উপজেলার সরোজগঞ্জ বাজারে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এসময় চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ বলেন, নির্ধারিত মূল্য ছাড়াও কৃষকের কাছে বেশি মূল্য নিয়ে ইউরিয়া সার বিক্রির অভিযোগ পাওয়া গেলে। জেলার

সরোজগঞ্জ এলাকায় বিভিন্ন সারের দোকানে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান কালে খাড়াগোদার বিসিআইসি ডিলার হুদাবুর রহমানের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ৮০০ টাকার ইউরিয়া সার ৯৯০ টাকা টাকা পর্যন্ত বিক্রির প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময় অভিযুক্ত সার ব্যবসায়ীকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

নির্ধারিত মূল্য ছাড়া কৃষকের কাছ থেকে বেশি মূল্য নিয়ে সার বিক্রির অভিযোগ পাওয়া গেলে ডিলার ও ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে ঘোষণা দেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ। অভিযান পরিচালনাকালে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম।

আলমডাঙ্গায় বিয়ে ভেঙে দেওয়ায় মারপিট ও নগদ অর্থ লুটের অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় পূর্বশত্রুতার জের ফুলবগাদি গ্রামের নুর ইসলাম নামের এক গরু ব্যাপারীকে মারপিটের অভিযোগ উঠেছে।

গত (২৩শে জুলাই) শনিবার রাত সাড়ে ৭টায় গাংনী ইউনিয়নের ফুলবগাদি গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে। এঘটনায় গরু ব্যাপারী নিকট থেকে নগত ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। মারপিট ও টাকা ছিনতাই এর ঘটনায় রবিবার রাতে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

অভিযোগ সূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের ফুলবগাদি গ্রামের মৃত আইনুদ্দিনের ছেলে নুর ইসলাম (৫০)। সে গত শনিবার সন্ধ্যায় গাংনী থানার কসবা গ্রামে গরুর ক্রয়ের ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দিতে যাবার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়। নুর ইসলাম তার বাড়ির সন্নিকটে ইউসুফ মোড়ে অবস্থান করছিলো।

এসময় বড়-গাংনী গ্রামের মুনসুর ফারাজীর ছেলে মনির তাকে জোরপূর্বক মোটরসাইকেলে তুলে নিজ গ্রামের অজ্ঞাত বাঁশ বাগানে নিয়ে যায়। নুর ইসলামকে একা পেয়ে মনির ও তার সঙ্গী অজ্ঞাত ৩/৪ জন তাকে বেধড়ক মারপিট করে। আহত অবস্থায় স্থানীয়রা নুর ইসলামে উদ্ধার করে।

রবিবার রাতে নুর ইসলাম বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

নুর ইসলাম জানান, মনির আমাকে প্রাণ নাশের হুমকি দিচ্ছে। মনির বলে আমি সরকারি চাকুরি করি আর সরকারি কর্মকর্তার সাথে আমার মিল আছে, নাম মাত্র অভিযোগ করে কিছুই হবে না।

তিনি আরো বলেন, মনিরের সাথে আমাদের পাশ্ববর্তী গ্রামে তার বিয়ে ঠিক হয়ে ছিলো। মেয়ের পরিবার থেকে আমার কাছে মনির ফারাজীর সম্পর্ক জানতে চাইলে আমি বলে ছিলাম তার আগে বিয়ে হয়ে ছিলো এই নিয়ে মনির ফারাজির সাথে আমার পূর্ব শত্রুতা।

আমার নামে অভিযোগ করে কিছুয় করতে পারবে না, তখন তো তাকে ছেড়ে দিয়েছি এবার ধরলে আর ছাড়বো না।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, ফুলবগাদি গ্রামের গরু ব্যবসায়ীকে মারপিট ও নগত টাকা লুটের অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় গাজাসহ একজন গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১ কেজি গাজাসহ আনিছুর রহমান (৪৪) কে গ্রেফতার করেছে।

শুক্রবার বেলা ১২ টার দিকে অভিযান চালায় কুড়ালগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জামাল হোসেনের চায়ের দোকানের সামনে এ অভিযান চালান।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর জানান, দর্শনা থানার এসআই(নিঃ) মোঃ হারুন উর রশিদ পিপিএম,এর নেতৃত্বে এএসআই(নিঃ) মোঃ সানোয়ার হোসেন, এএসআই(নিঃ) মোঃ হাসানুল

বান্না সঙ্গীয়ফোর্সসহ দর্শনার কুড়ালগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কামালের চায়ের দোকানের সামনে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন। মাদক আইনে মামলা দিয়ে শুক্রবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা জেল হাজতে প্রেরন করেছে।

দামুড়হুদায় কাঠ বোঝায় পাওয়ার টিলার উল্টে চালক নিহত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় কাঠ বোঁঝাই পাওয়ার টিলার নিচে পড়ে চালক শামিম হোসেন (২২) নিহত ।

আজ ৮ জুলাই শুক্রবার সকাল ৬টার দিকে দামুড়হুদা ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের সমনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শামিম হোসেন জীবননগর উপজেলার খয়েরহুদা গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে।

নিহতের ভাই শাওন হোসেন বলেন, ফজরের আজানের সময় তার ভাই কাঠ বোঝাই পাওয়ার টিলার নিয়ে আলমডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল। এমন সময় জীবননগর-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের দামুড়হুদা ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের সমনে পৌছালে অতিরিক্ত কাঠ বোঁঝায় পাওয়ার টিলারের একসেল ভেঙ্গে পাওয়ার ট্রিলারের নিচে পড়ে শরীর থেকে ডান পা বিচ্ছিন ও মাথায় প্রচন্ড আঘাত পেয়ে ঘটনা স্থলেই মারা যায়। খবর পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, অতিরিক্ত কাঠ বোঝাঁয়ের কারনে একসেল ভেঙ্গে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

চুয়াডাঙ্গায় ফার্মেসী সিলগালা ও জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল এলাকায় ২৮ টাকার ইনজেকশন ১০০ টাকায় বিক্রির অভিযোগের ভিত্তিতে চন্দন ফার্মেসিতে অভিযান চালিয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা। এ সময় নগদ ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও ফার্মেসি সিলগালা করা হয়।

রোববার (৩০ জানুয়ারি) দুপুর ১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল গেটের সামনে চন্দন ফার্মেসিতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।। এসময় ২৮ টাকার ইনজেকশন ১০০ টাকা নেয়ার ঘটনার সত্যতা পাওয়ায় ফার্মেসীর মালিক ফরিদ উদ্দিনকে (চন্দন) নগত ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ফার্মাসিস্ট নিয়োগ না থাকায় ফার্মেসি এক সপ্তাহের জন্য সিলগালা করে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গার সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

এর আগে শনিবার (২৯ জানুয়ারি) সকালে সংকটের অজুহাত দেখিয়ে ২৮ টাকার জেসোকেইন ২% ইনজেকশন (অবশ করার জন্য ব্যবহৃত) ১০০ টাকায় বিক্রির অভিযোগ উঠে চন্দন ফার্মেসির মালিকের বিরুদ্ধে। এ ঘটনার পর ভুক্তভোগী সংবাদকর্মীদের নিকট অভিযোগ করেন। বিষয়টি চুয়াডাঙ্গার জাতীয় ভোক্তা অধিকার ও জেলা ওষুধ তত্ত্বাবধায়কের নজরে আসে। এরপরই রোববার দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গার সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করেন।

সজল আহম্মেদ বলেন, গনমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পর বিষয়টি আমার নজরে আসে। পরে ওই ফার্মেসিতে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় ২৮ টাকার ইনজেকশন ১০০ টাকা নেয়ার ঘটনার সত্যতা পাওয়ায় ফার্মেসীর মালিক ফরিদ উদ্দিনকে (চন্দন) নগত ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ফার্মাসিস্ট নিয়োগ না থাকায় চন্দন ফার্মেসি এক সপ্তাহের জন্য সিলগালা করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ওষুধ তত্ত্বাবধায়কের সহকারী পরিচালক কে এম মুহসীনিন মাহবুব ও চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের একটি টিম

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহে আ.লীগ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় হামলা, উভয়পক্ষের আহত ৯

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নৌকা ও স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারস প্রতীকের সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় ধাওয়া পালটা হামলার ঘটনা ঘটেছে।
গতকাল শুক্রবার রাত ৮ টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত তিতুদহ বাজার ও গ্রীসনগরে এলাকায় দফায় দফায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
দুই পক্ষের কয়েকটি অফিস, প্রাইভেটকার ও মোটরসাইকেল ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এতে তসলিম উদ্দিন নামে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীর এক কর্মীকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম সহ উভয়পক্ষের মোট আটজন আহত হয়েছে।
এদিকে আ.লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী শুকুর আলীর তিনটি ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মিজানুর রহমান টিপুর দুটি নির্বাচনী অফিস পাল্টাপাল্টি ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক সমর্থকের মোটরসাইকেল ভাংচুর করা হয়।
খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশে ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়। এ হামলার ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন ঘটনা আমি শুনেছি দুই গ্রপে মারামারীর ঘটনা ঘটছে। সাথে সাথে আমি আমার ফোর্স পাঠিয়ে পরিস্হিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছি।আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছি।এদের মধ্যে ১ জনের অবস্হা খুব গুরুতর।